যায়যায়দিন

তারিখ 27 APR 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

৬ শিক্ষকের জন্য বরিশাল গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা কেন কেঁদেছিল

স্বপন খন্দকার বরিশাল

কান্না থেমেছে বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের। তাদের কান্নার কাছে হার মেনে কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের প্রিয় দুই শিক্ষকের বদলির আদেশ

পৃ ১১ ক ৩

৬ শিক্ষকের জন্য বরিশাল গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ছাত্রীদের প্রিয় দুই শিক্ষিকা রেহানা বেগম ও মনিরা বেগম এখন আবার ক্লাস নিচ্ছেন বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। ঘটনা এ পর্যায়ে শেষ হলেও মানুষের কৌতূহল শেষ হয়নি। শিক্ষকদের জন্য হাজারো ছাত্রীর কেন এ অভাবনীয় কান্না এ নিয়েই সবার কৌতূহল। বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকদের কাছে বিষয়টি স্বাভাবিক হলেও ছাত্রী ও অভিভাবকরা বলছেন ভিন্ন কথা। ছাত্রীরা বলছে, যাদের বদলি করা হয়েছিল তারা শুধু আমাদের শিক্ষক ছিলেন না, তারা স্কুলে সারা দিন মা-বাবার মতোই আমাদের স্নেহের ছায়া দিতেন। তাদের ছাড়া আমাদের কি চলে? দেশে শিক্ষাঙ্গন যখন ছাত্র-শিক্ষকের শাশ্বত সম্পর্ক প্রাইভেট কালচার ও টিউশনির ঘেরাটোপে আচ্ছন্ন সে মুহূর্তে ছয় শিক্ষকের বদলির ঘোষণায় ছাত্রীদের কান্না বরিশালের নাগরিক জীবনে আশার আলো ছড়িয়েছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও নাগরিক মহল বিষয়টিকে দেখছেন ভিন্নভাবে।

ঘটনা যেভাবে শুরু : প্রিয় ছয় শিক্ষকের বদলির কথা জানতে পেরে কিভাবে কান্না জুড়ে দিয়েছিল ছাত্রীরা তা মনে করতে পারছে নবম শ্রেণীর (প্রভাতী) রুমি, দশম শ্রেণীর (প্রভাতী) চৈতী ও সায়মারা। ঘটনাটি ঘটে ১৮ এপ্রিল বুধবার। বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সরকারি এক আদেশ এসে পৌঁছে। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রেহেনা বেগম, মনিরা বেগম ও দীপক হালদারসহ ছয় শিক্ষকের একযোগে অন্যত্র বদলির আদেশ দেয়া হয়। ঘটনাটি ছাত্রীদের কানে পৌঁছে পরদিন বৃহস্পতিবার। স্কুলের করিডোরে শিক্ষকদের পেয়ে তারা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। এ কান্না ছড়িয়ে পড়ে বিপুলসংখ্যক ছাত্রীর মধ্যে। আঁচলে চোখের জল মোছেন শিক্ষিকা রেহানা বেগম ও মনিরা বেগম। কাঁদতে কাঁদতে ৩০ ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। হতবাক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স ডেকে ১০ ছাত্রীকে হসপিটালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। সাপ্তাহিক ছুটি শেষে রবিবার বদলির আদেশ পাওয়া ছয় শিক্ষক বিদ্যালয় থেকে বিদায় নেন। সেদিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। দৃশ্যটি ছিল আরো করুণ। বিদায়ী শিক্ষকদের পেছনে পেছনে ছুটতে থাকে ক্রন্দনরত ছাত্রীদের দল। চলে আসে স্কুলের বাইরের রাস্তায়। যে রাস্তা দিয়ে শিক্ষকরা রিকশায় চড়ে বাড়ি যাবেন।

এরপর ছাত্রীরা পণ করে, যে করেই হোক তাদের প্রিয় শিক্ষকদের তাদের কাছেই ফিরিয়ে আনা হবে। ২৩ এপ্রিল ছাত্রীরা জড়ো হয় জেলা প্রশাসকের দফতরে। বদলি প্রত্যাহার দাবি করে স্মারকলিপি দেয় জেলা প্রশাসককে। এতে সাড়া মেলে। দুই শিক্ষক মনিরা বেগম ও রেহানা বেগমের বদলির আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

ছয় শিক্ষক কিভাবে ছাত্রীদের কাছে এতো প্রিয় হয়েছেন তার কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গেছে, এ ছয় শিক্ষকের নামে কোচিং, প্রাইভেট কিংবা টিউশনির তেমন কোনো রেকর্ড নেই। বরং দক্ষ শিক্ষক হিসেবেই তাদের সুনাম রয়েছে। ক্লাসে পাঠদানে তারা ছিলেন বিশেষ যত্নশীল। এছাড়া পিতা-মাতার মতোই ছয় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেখতেন স্নেহের দৃষ্টিতে।

বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর (প্রভাতী) ছাত্রী সাবা জানায়, ছয় শিক্ষকই আমাদের প্রিয়। তাদের মধ্যে রেহানা ম্যাডামকে আমরা ক্লাসে মা বলেই জানতাম।

ছয় শিক্ষকের বদলিতে ছাত্রীদের কান্নার বিষয়টিকে স্বাভাবিক ও মামুলি হিসেবে দেখছেন প্রধান শিক্ষিকা অজিতা রানী সমদ্দার। তিনি জানান, ছাত্রীরা আগে কখনো এমন বদলি দেখেনি। হঠাৎ বদলির কথা শোনায় আবেগে তারা কেঁদেছে। বিদ্যালয়ের সব শিক্ষকই ক্লাসে ভালোভাবে পড়ান, যার কারণে ছাত্রীরা সব সময় ভালো ফল করছে এসএসসিতে।

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ওমর ফারুক মনে করেন, ছাত্রীদের কান্নার বিষয়টি তাদের নতুন করে ভাবনায় ফেলেছে। এর মধ্যে শিক্ষকদের আরো দায়িত্ববান হওয়ার তাগিদ রয়েছে।

জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা পঙ্কজ রায় চৌধুরী যায়যায়দিনকে বলেন, যে শিক্ষকদের জন্য ছাত্রীরা একযোগে কেঁদেছে সেসব শিক্ষক নিঃসন্দেহে জাতির জন্য গর্বের। তারা (ছয় শিক্ষক) যেখানেই শিক্ষকতার মহান ব্রত নিয়ে যাবেন সেখানেই ভিন্ন আলোকে উদ্ভাসিত হবে শিক্ষার্থীরা। দেশে এমন সাদা মনের শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ তারা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিনিসুতার মালা গাঁথতে পারেন।

অভিভাবকরাও বলছেন এমনি কথা। কাজী সেলিনা নামে এক অভিভাবক বলেন, আমার মেয়েটি বাড়ি ফিরে শিক্ষকদের জন্য কেঁদেছে। এ আবেগ এমনি এমনি তৈরি হয়নি। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি না হলে এমন আবেগ আসে না। তিনি মনে করেন, শিক্ষকরা কিছু বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেই ক্লাসে ভালোভাবে পাঠদান ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি সম্ভব। তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শাশ্বত এ সম্পর্ক দেশের সব শিক্ষাঙ্গনের চিত্র হয়ে উঠুক– এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

কিভাবে ছাত্রীদের প্রিয় শিক্ষকে পরিণত হলেন এমন প্রশ্নে অস্বস্তি প্রকাশ করেন প্রিয় শিক্ষিকা রেহানা বেগম। বলেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া খুবই বিব্রতকর। আসলে কখন কিভাবে ছাত্রীদের প্রিয় শিক্ষক হয়েছি, তা সত্যি আমার কাছে বিস্ময়কর।

তিনি জানান, বদলির আদেশ পাওয়ার পরদিন ক্লাসে পড়াচ্ছি, এর মধ্যে কয়েক ছাত্রী এসে আমাকে ঘিরে ধরে। একজন বলে, ম্যাডাম, আমাদের দিকে মুখটি ফেরান, সকালে স্কুলে আসার সময় মায়ের মুখটি দেখে আসিনি। তাই আপনার মুখটি দেখবো। ছাত্রীর এ কথায় অবাক হই। হয়তোবা ক্লাসে পড়াতে পড়াতে ওদের মা হয়ে গেছি, বুঝতেই পারিনি।